

হুদয়ে লাল সবুজ

আমাদের সূর্যোদয়

মেহেরপুর, বুধবার, ২৩ জুলাই ২০২৫ ইং

সাংবাদিকতার নামে চাঁদাবাজি: দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি জরুরি

সাংবাদিকতা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর পেশা। কিন্তু যখন কেউ এই পেশাকে ঢাল বানিয়ে চাঁদাবাজি, ভয়ভীতি ও মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত হয়, তখন তা শুধু নৈতিক বিপর্যয় নয় বরং অপরাধ। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চিৎলা পাটবীজ খামারে সাংবাদিক পরিচয়ে এসএম ফয়েজ নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমনই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। খামারের শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মানববন্ধন করে দাবি তুলেছেন তাকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। অভিযোগ বলছে, তিনি টাকা দাবি করে ব্যর্থ হলে মিথ্যা সংবাদ ছাপিয়ে শ্রমিকদের মানসম্মান ও চাকরি হুমকির মুখে ফেলেছেন। এটি নিছক সাংবাদিকতার অপব্যবহার নয়। এটা এক প্রকার সন্ত্রাস। সংবাদপত্রের পাতায় জায়গা করে নিয়ে কাউকে ব্ল্যাকমেইল করার অধিকার কারও নেই। এমন অপরাধীরা সাংবাদিক নয়, ভণ্ড। প্রশাসন যদি দেরি করে, তবে এসব লোকজন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে এবং প্রকৃত সাংবাদিকদের কাজ করাও কঠিন হয়ে পড়বে। এই ঘটনার নিরাপেক্ষ তদন্ত এখনই হওয়া উচিত। যদি অভিযোগ সত্য হয়, তবে কোনো রকম ছাড় না দিয়ে আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায়, সাংবাদিকতার পবিত্রতা একের পর এক কলঙ্কিত হতে থাকবে। সাংবাদিক সংগঠনগুলোকেও জবাবদিহির আওতায় আসতে হবে। কোনো সংগঠন যেন অপরাধীর আশ্রয়স্থল না হয়। প্রকৃত সাংবাদিকদের রক্ষা করতে হলে ভূয়া পরিচয়ের আড়ালে যারা অপরাধ করছে, তাদের এখনই চিহ্নিত করে বাদ দিতে হবে। সাংবাদিকতা কোনো ব্যবসা নয়, চাঁদাবাজির লাইসেন্স তো নয়ই। এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এখনই দাঁড়াতে না পারলে সমাজ ও সাংবাদিকতা দুটোই রসাতলে যাবে।

চুয়াডাঙ্গায় ৬ মাসে সীমান্তে আটক

নেতৃত্বে যৌথ অভিযানে ১ কোটি ৪১ লাখ টাকার চোরাই মালামালড় রহস্যম্বরহম কারেন্ট জাল, চায়না দোয়ারী জাল, পোয়াজ ও পাটবীজ, করাচকলের কাঠ উদ্ধার করা হয়। সীমান্ত অতিক্রমকালে বিজিবির ১৫ জন বাংলাদেশি ও ১ জন ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে। এ সময় একটি ওয়ান উন্টার গান ও ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। বিজিবির দাবি, কেরাবানির বদ উপলক্ষে সীমাঘেে নজরদারি বাড়ানো হয়েছিল। এ সময় গরু ও পস্তর চামড়ার কোনো চোরачালান ঘটেনি। এছাড়া, মে ও জুনে বিএসএফ কর্তৃক পূশ-ইন করা ৬৭ বাংলাদেশি সীমাঘেই শনাক্ত করে স্থানীয় থানায় হস্তান্তর করা হয়। চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির ব্যাটালিয়নের পরিচালক লে. কর্নেল নামজুল হাসান বলেন, “সীমান্ত নিরাপত্তা, চোরачালান ও মানব পাচার রোধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”

উত্তরায় বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের

বাবলু, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান জুয়েল, পৌর যুব দলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি সহ জেলা বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। বায়তুল ফলাহ্ জামে মসজিদের ইমাম সিরাজ উদ্দিন দোয়া পরিচালনা করেন। গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে গাংনী বাসস্ট্যান্ডস্থ বিএনপি কার্যালয়ে শোকসভা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক মাস্টার। প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাবেদ মাসুদ মিল্টন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওহার আলী, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আবদুল আওয়াল, আলফাজ উদ্দিন কানু, আশেফুজ্জামান, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জেদুর রহমান বিপ্লব, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা লাইলা আরজুমান বাবু, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ও সাবেক কাউন্সিলর সাইদুল ইসলাম, পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক প্রমুখ। মুজিবনগরে মানবিক সংগঠন ব্রাদ্‌র সোসাইটি মাইলস্টোন স্কুল সংলগ্ন বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের জন্য দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এতে অংশগ্রহণ করেন এবং নিহতদের আত্মার মাগফিরাত ও আহতদের সুস্থতা কামনা করেন। ব্রাদ্‌র সোসাইটির জেলা পরিচালক সোহাগ আলী বলেন, “শুধু রক্তদান নয়, সামাজিক যে কোনো সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের মানবিক দায়িত্ব।

মেহেরপুরে অভিমানে যুবকের আত্মহত্যা

দোকানো কাজে যোগ দেয়। গতকাল রাত ১০টার কাছাকাছি শেষে বাসায় ফিরে যাব। সাধারণত প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে দোকানো আসতো। আজ সময়মতো না আসায় আমি সকাল ১০টার দিকে তার ভাড়া বাসায় যাই। গিয়ে দেখি ঘরের দরজা ভিতর থেকে আটকানো। বহু ডাকাডাকির পরও কোনো সাড়া না পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে ফোন করি। পরে তারা এসে দরজা ভেঙে তার যুগ্মত মরদেহ উদ্ধার করে।” মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সূত্র জানায়, মেহেরপুর শহরের গড়খাড়া এলাকা বাসায় দরজা বন্ধ অবস্থায় জানালার খিলেরে গাড়ে গালায় ফাঁস লাগানো এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহতের পরিবার ও বন্ধুরা জানান, খ্রিস্টের পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। প্রিন্স একজন মেয়েকে ভালোবাসতো। সে অন্য কান্ডকে বিয়ে করতে রাজি ছিলেনা। মেয়েটি এখানে পড়াশোনা করছে এবং তার পরিবার এই মুহুর্তে এ মেয়েকে বিয়ে দিতে অনিচ্ছুক ছিল। সেই মেয়ের সাথে অভিমান করে প্রিন্স আত্মহত্যা সিদ্ধান্ত নিতে পালনে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিবার সূত্রে আরও জানা গেছে, প্রিন্স পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ছিলেন। তার বাবা জীবিত থাকলেও কোনো কাজ করেন না। একমাত্র কর্মক্ষম ছেলের মৃত্যুতে পরিবারে চলছে শোকের রাতন। মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ জানান, “মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এটি আত্মহত্যা কি না এবং এর পেছনে প্রকৃত কারণ কী, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।”

সচিবালয়ের সামনে শিক্ষার্থীদের ওপর

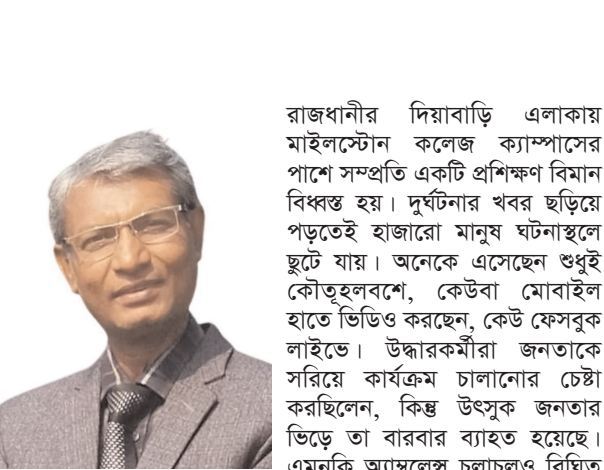
সচিবালয়ের ফর্কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছিলেন। একপর্যায়ে তারা ফটক খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং পার্কিংয়ে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করেন। এর পরপরই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী লাপিষ্টো শুরু করে। পাশাপাশি ছোড়া হয় সাউড গ্রেনেড ও কাদানে গ্যাসের শেল। বিকেল সোয়া ৫টা পর্যন্ত সচিবালয় চত্বরে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা চাছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্র জানায়, আহত ৩৫ জনকে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিক্ষোভ এবং নেওয়া এক শিক্ষার্থী বলেন, “আমাদের সংগঠিতা বিমান দুর্ঘটনার মারা যাওয়ার পর শিক্ষা উপদেষ্টা ও সচিব দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন। তাদের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।” পুলিশ জানিয়েছে, শিক্ষার্থীরা হঠাৎ করে সচিবালয়ের ভেতরে প্রবেশ করে ভাঙচুর শুরু করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই তারা ব্যবস্থা নেয়। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুলের পাশে বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে হতাহতের ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের সূত্রপাত।

প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন না

দমন কমিশন ও ন্যায়পাল নিয়োগ সত্ত্বেও প্রস্তাব। অধ্যাপক আলী রায়াজ বলেন, “প্রধানমন্ত্রী পদে দলীয় প্রধান থাকতে পারবেন নাওঁ বিষয়ে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হয়েছে। তবে কিছু দল ভিন্নমত দিয়েছে। এসব দল ও জোট জাতীয় সনদে নোট অব ডিসেন্ট (অপত্তি) দিতে পারবে।”

তিনি আরও বলেন, “কমিশনের পক্ষ থেকে একটি অনুরোধ থাকবেওঁ যারা নোট অব ডিসেন্ট দিতে চান, তারা চাইলে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। তবে আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা জাতীয় সনদে লিখিতভাবে আপত্তি জানানো পারবেন।” কমিশনের সঙ্গে একাধিক দিনের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা ও দলীয় প্রধানভূইই

আবুল কাসেম অনুরাগী



হয়। এই চিত্রটি আমাদের এক গভীর সামাজিক ব্যাধির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যের কষ্টকে কনটেণ্টে রূপান্তরের প্রবণতা। দুর্ঘটনা বা দুর্ঘেষের মুহূর্তে মানুষের দুর্দশা, আতঙ্ক বা কান্না এখন অনেকের কাছে ক্যামেরাবন্দি ‘আপলোড’ করার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেন এক জীবন্ত ট্র্যাজেডি পরিণত হয়েছে বিনোদনের দৃশ্যে। এই অসুস্থ প্রত্যাগীতা নতুন নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার লোভে অনেকেই এখন নিজের আচরণ বিকৃত করে, চিৎকার করে বা অন্যকে অপমান করে কনটেস্ট তৈরি করে। তবে সবচেয়ে অমানবিক দিকটি হলো শিশুদের অসহায়তা, ব্যথা ও কান্না নিয়ে কনটেস্ট

দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ: একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য

আবদুল্লাহ আল-মামুন

আমরা মানুষ। জীবনের প্রয়োজনে আমাদেরকে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হয়। ইসলাম আমাদের হালাল পন্থায় জীবিকা অর্জনের নির্দেশনা লক্ষণদ্বিধেছে এবং সেইসঙ্গে দায়িত্বশীলতার ওপর নির্দেশনা বেরাও গুরুত্ব। কারণ, প্রতিটি দায়িত্বই ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পবিত্র আমানত। এই আমানতের যথাযথ হুক আদায় করা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং ঈমানেরই অংশ। নবীজী (সা.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, “যে আমানত রক্ষা করে না, তার ইমানের দাবি যথার্থ নয়। আর যে অঙ্গীকার পূরণ করে না, তার ঈ্বনও পূর্ণ নয়।” (মুসনাদে আহমাদ)। কুরআনে আল্লাহতায়লা সফল মুমিনদের গুণাবলির মধ্যে আমানত রক্ষা ও প্রকৃষ্টিত পালনের বিষয়টি প্রথম সারিতে উল্লেখ করেছেন (সূরা মুমিনুন: ৮)। কাজের সময় ফাঁকি দেওয়া কি আমাদেরের খেয়ানত? অফিসের সময় নিজের দায়িত্ব পালনে গাফিলতি, অনর্থক গল্পে সময় নষ্ট কিংবা

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদ একই ব্যক্তির হাতে থাকা উচিত কি না, সে বিষয়ে গায্যক মতবিনিময় হয়। জানা গেছে, বিএনপি, এলপিপি, লেবার পার্টি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট এবং আম জনতার দল একই ব্যক্তির হাতে এই তিনটি দায়িত্ব থাকার পক্ষে মত দিয়েছে। এপারদিকে, জামায়াতে ইসলামি, এনসিপিসহ অধিকাংশ দল ওই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একজন ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকলে গণতান্ত্রিক ভারসাম্য ব্যাহত হয়। সে কারণে এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক সংস্কারের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে ্র

দুর্ঘটনার চার দিন পর ঢাকায় মৃত্যু

তার বিয়ে হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার বিকেলে তেরাইল গ্রামের রকি ও মোস্তাকিম বামদ্পী শহর থেকে মোটরসাইকেলে তেরাইল বাজারে ফিরছিলেন। পথে ওলিনগর এলাকায় তারা ধাক্কা দেন রাস্তা পারা হওয়া পথচারী মন্টু মিয়াকে। এতে তিনজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়ারা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। গাংনীতে নেওয়ার পরই চিকিৎসক মন্টু মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। কুষ্টিয়া হাসপাতালে রাতেই মারা যান মোটরসাইকেল চালক রকি।গুরুতর আহত মোস্তাকিমকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই চার দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে মঙ্গলবার সকালে তিনিও না-ফেরার দেশে চলে যান। বরোচিত হচ্ছে।

চার হাজার ট্যাপেন্টেডল ট্যাবলেটসহ

সড়কের কুটিয়াডাঙ্গা ব্রিজসংলগ্ন স্থান থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক ইউসুফ আলী চুয়াডাঙ্গা জেলার কার্পাসডাঙ্গা উপজেলার মমিননগর গ্রামের মৃত বকসেদ আলীর ছেলে। র‍্যাব-১২, সিপিগি-৩ গাংনী ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার উসমান আলী জানান, “গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি, একটি চালানে ট্যাপেন্টেডল জাতীয় নেশাজাতীয় গুপ্তধ পরিবহন করা হচ্ছে। তাৎক্ষণিকভাবে অভিযানে গিয়ে ৪ হাজার ১৯০ পিস ট্যাবলেটসহ ইউসুফ আলীকে হাতেবন্ডে আটক করি। এ সময় ঢাকার পরিবহনে ব্যবহৃত একটি ইঞ্জিবাইকও জব্দ করা হয়েছে।” তিনি আরও বলেন, “আটকের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ইউসুফ আমাদের চালান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে কুষ্টিয়ার মিরপুর থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।”

মেহেরপুরেরসাবেক পৌর মেয়র

রিটনের ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে যুক্তিভর্ক শেষে বিচারক ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত ৩০ জুন রাজধানীরা দিয়াবাড়ি এলাকা থেকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এরপর গকাল সোমবার তাকে মেহেরপুর জেল হাজতে নিয়ে আসা হয়। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে তাকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দায়ে দারেকুক্ত জি.আর. ২৭৭-২৮/০৮/৪৮ নম্বর মামলায় মেহেরপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করা হয়।

মরা গরুর মাংস বিক্রির চেষ্টায়

জুলাই দুপুরে পিরোজপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. খায়রুল ইসলাম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, পিরোজপুর পশ্চিমপাড়ার এক গরু অসুস্থ হয়ে মারা গেলে হামজা তা জবাই করে পৌর এলাকায় মাংস বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় স্থানীয়দের সন্দেহ হলে বিষয়টি ইউএনওকে জানানো হয়। পরে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, পুলিশ ও আনসার সদস্যদের নিয়ে অভিযান চালিয়ে হামজাকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে হামজা দোষ স্বীকার করেন। ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক জানান, পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১-এর ২৪(১) ধারা লঙ্ঘনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৩ মাসের কারাদন্ড প্রদান করেন। জনস্বাস্থ্য এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম এবং সদর থানা পুলিশের একটি দল।

সমালোচনার মুখে সরিয়ে নেওয়া হল

সাহায্য করতে চান, তারা উপরেজ্ঞা ণ্য ও কন্‍যাণ তহবিলের উপল্‍ব্ধি নম্বরে তা জমা দিতে পারেন। হিসাবের নাম: প্রধান উপদেষ্টার দায় ও কন্‍যাণ তহবিল, চলতি হিসাব নম্বর-০১০৭৩০০৪০৯৩, সোনালী ব্যাংক লি., প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় করপোরেট শাখা।”

তবে পোস্টটি প্রকাশের পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় ওঠে। অনেকে প্রশ্ন তোলেন, সরকার কেন এ ধরনের দুর্ঘোণ মোকাবেলায় নিজস্ব বাজেট না ব্যবহার করে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্ৰহটা চাইছে। ফেসবুক ব্যবহারকারী খাদিজাতুল কোবরা লিখেছেন, “আমার আসলেই আর কিছু বলায় নাই। আমাদের প্রধান উপদেষ্টা টাকা চাচ্ছে বাচ্চাদের চিকিৎসার জন্য! মাশা আল্লাহ!”

আরেকজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেন, “একদিন না যাইতেই

বানানো। কোনো শিশু যদি দম্ক হয়, আহত হয়, বা আতঙ্কে কাঁপে সেই মুহূর্তে তার পাশে দাঁড়ানোর বদলে অনেকেই ক্যামেরা চালু করেন। এর চেয়েও বেশি উদ্বেগজনক বিষয় হলো এসব ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে সহানুভূতির ভাষা ব্যবহার করা হয়। ক্যাপশনে লেখা থাকে, “আমার সন্তানের জন্য দোয়া করবেন,” বা “দেখুন কীভাবে পুড়েছে।” প্রশ্ন হলো এসব ভিডিও কি সহানুভূতির জন্য দেয়ার জন্য, নাকি ভিউ, লাইক, ও সাবস্ক্রাইবার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে? সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল কনটেস্ট মানেই আজ অর্থ উপার্জনের সুযোগ। ইউটিউব, ফেসবুক বা টিকটকে কোটি ভিউ মানেই বিজ্ঞাপন থেকে আয়। ফলে কেউ কেউ শিশুর কান্না ও দম্ক শরীরকে বাণিজ্যিক কনটেস্টে পরিণত করছেন। এটি শুধু অনৈতিক নয়, ভয়াবহ রকমের অমানবিক। শিশুরা যখন ব্যথায় কাতরায়, তখন তারা বুঝতে পারে না কী ঘটছে। কিন্তু সেই মুহূর্তটি যখন ভিডিও আকারে ইন্টারনেটে চিরস্থায়ী হয়ে যায়, তখন তা তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য এক প্রকার সামাজিক নিপীড়নে পরিণত হতে পারে। বড় হয়ে সে যখন নিজের দম্ক মুখ বা আতঙ্কিত চোখের ভিডিও দেখেড়খন তা তার আত্মমর্যাদা ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। এই প্রবণতার দায় শুধু কনটেস্ট নির্মাতাদের নয়। যারা এই ভিডিও দেখেন, লাইক দেন, শেয়ার করেন তাদেরও সমান দায় রয়েছে। যদি দর্শক না থাকত, তাহলে এমন কনটেস্ট বানানো হত না। তাই আমাদের প্রতিটি নাগরিককেই নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে আমি যা দেখছি, সেটি কি কারও ব্যক্তিগত দুর্দশা? আমি কি অনিচ্ছায় একজন অসহায় শিশুর

আবদুল্লাহ আল-মামুন

নির্ধারিত কাজের বাইরে অলসতা করা কেবল দায়িত্বহীনতা নয়ভূএটা আমাদেরের খেয়ানত। মহানবী (সা.) বলেন, “মুনাফিকের তিনটি লক্ষণদ্বিমিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং আমানতের খেয়ানত করা।” (বুখারি) অফিসের যেকোনো সামগ্রী হোক বা সময় সবই একেকটি আমানত। এগুলোর অপব্যবহার করা ইসলামেরে দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং এর জন্য রয়েছে কঠোর পরিণতিও ঈশ্বয়ারি। কর্তব্য পালনে নিষ্ঠা ও সততা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, “নিচয়ই আল্লাহ আমাদের নির্দেশে ছেলেন, তোমরা আমানতগুলো প্রাপকদের কাছে পৌছে দাও।” (সূরা নিসা: ৫৮)। তিনি আরও বলেন, “তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব পালন করতে জিজ্ঞাসা করা হলে।” (বুখারি ও তিরমিযি) দায়িত্ব পালন মানেই কেবল কাজ শেষ করা নয়; বরং সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও আন্তরিকতা দিয়ে কাজ সম্পন্ন করাই হলো প্রকৃত দায়িত্ব

সরকারের ক্রাউড ফািংয়ে যাওয়া উচিতভূইই বুদ্ধিতা কোন উজবুক সরকারকে দেওয়া?” সমালোচনার মুখে কিছুক্ষণ পর পোস্টটি পেজ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা বা কারণ জানানো হয়নি। পোস্টটি শুধু ফেসবুক পেজেই নয়, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও শেয়ার করা হয়। সেটি পোস্ট করেন প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহমদ।

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী শপথ

উচ্চ বিদ্যালয়ের মিলারয়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল লতিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথ্যের হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা মাদকব্যাধ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ। তিনি বলেন, “মাদকের অপব্যবহার শুধু ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যই নষ্ট করে না, বরং পরিবার ও সমাজকেও ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। তরুণ প্রজন্মকে রক্ষায় এখনই সোচ্চার হতে হবে।” অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক মতিয়ার রহমান, মো. রফিকুজ্জামান, রফুল আলম ও ইমামাইল হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। আলোচনা পর্ব শেষে শিক্ষার্থীরা মাদক থেকে দূরে থাকা শপথ গ্রহণ করে। পরে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ছাত্রীনের মাঝে মাদকের ক্ষতিকর দিকসম্বলিত সচেতনতামূলক খাটা বিতরণ করা হয়। বক্তারা বলেন, “মাদক শুধু একজন মানুষের নয়, পুরো একটি পরিবার ও সমাজের সর্বনাশ ডেকে আনে। এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই সামাজিক প্রতিধেয় গড়ে তুলতে হবে।” আয়োজকরা জানান, এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং ভবিষ্যতে মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

তিন পৃথক মামলায় পাঁচ আসামির

কারাদন্ড ও পাঁচ হাজার (৫,০০০) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদন্ড প্রদান করেন আদালত। মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর বিকেলে আসামি প্রতারণামূলকভাবে বাদী মোঃ আব্দুল হাওয়েজের নাম ও জাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে একটি নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে মামলা দায়ের করেন। মামলার কপি পেয়ে বাদী প্রত্যেক রাবার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করেন। সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রতারণার বিষয়টি আদালতে প্রমাণিত হয়। মারধরের ঘটনায় তিন আসামির সাজা: জি.আর-১০১/২১ (গাংনী) মামলায় আসামি মোঃ গজেক্বর ফরাজী, মোঃ হাফিজুল ইসলাম ও মোঃ আমিরুল ফরাজী-এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩৩৩ ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রত্যেককে এক (০১) বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও এক হাজার (১,০০০) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে ১০ দিনের অতিরিক্ত কারাদন্ড প্রদান করেন আদালত। মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২১ সালের ২৪ এপ্রিল সকালে বাদী মোঃা লিজা খাতুন তার শ্বশুর ইয়াসুদ আলীকে জমিতে পানি দিতে গিয়ে দেহের তিন পাশ, আসামিরা তার শ্বশুরকে নির্মমভাবে মারধর করছে। সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সংঘটিত এ হামলার প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করা হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদক মামলায় একজন দণ্ডিত, একজন খালাস: জি.আর-৪০/১৮ (জুজিগঞ্জা) মামলায় আসামি মোঃ ফরুক খাঁ ওরুফে ফরু-এর বিরুদ্ধে ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় এক (০১) বছরের কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। অপর আসামি মোঃ জমির খাঁ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে মামলাটি থেকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন আদালত। মামলার নথিতে উল্লেখ রয়েছে, মুজিবনগর থানা পুলিশের গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে ২০১৮ সালের ৫ এপ্রিল রতনপুর বাজারে এলাকায় ফরুক খাঁর কাছ থেকে ১০ গ্রাম গাজা উদ্ধার করা হয়। ফরুক পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অপরাধ স্বীকার করে।

মেয়েকে আনতে গিয়ে নিহত রজনীর

তিনি জানান, দুর্ঘটনার সময় মেয়ে ঝুমঝুম স্কুলের ক্যান্টিনে থাকায় অক্ষত ছিল। পরে বাসার কোয়ারটেকাররা মেয়েকে নিরাপদে বাসায় নিয়ে আসেন।

২৩ জুলাই : কোটা সংস্কার করে

গণমাধ্যমসহ কিছু খাতকে প্রাধান্য দিয়ে ব্রডব্যন্ড ইন্টারনেট চালু করা

২৩ জুলাইও সারাদেশে সাধারণ ছুটি ছিল। কারফিউ অব্যাহত থাকায় দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে। মহাসড়কগুলোতে যান চলাচল শুরু হয়। চলমান কারফিউ আরও শিথিল করে সরকার। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চিঠিন অভিযান অব্যাহত রাখে। আগের দিন সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার বিকালে পর্যন্ত সারাদেশে আরও প্রায় ১ হাজার ১০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় অন্তত ৫১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ নিয়ে গণ ও সশস্ত্রের (১৭-২৩ জুলাই) সারাদেশে গ্রেফতারের সংখ্যা ৩ হাজার ছাড়ায়। রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষ, হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মঙ্গলবার আরও ৩৮টি মামলা হয়। (সূত্র: প্রথম আলো, ২৪ জুলাই, ২০২৪)। এদিন সরকারি-বেসরকারি অফিস ২৪ জুলাই (বুধবার) ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত চার ঘণ্টার জন্য খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। একইসাথে রঙানিমুখী পোশাক কারখানাগুলোও খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দুর্বলতম মুহূর্ত উপভোগ করছি? এই মনোভাব সমাজকে একটি অমানবিক, অসংবেদনশীল পথে ঠেলে দিচ্ছে। এটি শিক্ষাচ্ছিলে আমাদের দেখাচ্ছে মানুষের কষ্টকে কনটেস্টে পরিণত করে লাভবান হওয়া যায়। শিশুর কান্না হয়ে উঠছে ইউটিউবের থামেনেইল, পোড়া শরীর হয়ে যাচ্ছে শিরোনামের ট্যাগলাইন। কেউ কেউ বলবেনভূএতে সহানুভূতি তৈরি হয়, মানুষ সাহায্য পাঠায়। কিন্তু যদি সেই সহানুভূতির পথ হয় শিশুর সম্মান বিক্রি করে দেওয়া, তবে তা আর মানবিক থাকে না। এই অবস্থায় আইন ও নীতিমালা জরুরি। শিশুদের সম্মতি ছাড়া তাদের যন্ত্রণাদায়ক, ভয়ানক বা ব্যক্তিগত মুহূর্ত কোনোভাবেই অনলাইনে প্রকাশ করা উচিত নয়। তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং শিশু সুরক্ষা আইনের আলোকে এসব কনটেস্টের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। একইসঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কোম্পানিগুলোকেও এসব ভিডিও নিষিদ্ধ করতে হবে নীতিগতভাবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাদের সমাজকে প্রশ্ন করতে হবে, আমরা কোথায় যাচ্ছি? যদি একটি পোড়া শিশুর শরীর আমাদের ‘ক্লিকবেইট’ হয়ে দাঁড়ায়, একটি কান্না আমাদের বিনোদনের উপকরণ হয়, তবে আমাদের বিবেক ও মানবিক চেতনা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? আমরা যদি সত্যিকারের মানবিক সমাজ গড়তে চাই, তবে এই প্রবণতা থেকে সরে আসতে হবে। শিশুর বস্তুগা কখনো কনটেস্ট হতে পারে নাভুড়া সহমর্মিতার ডাক হয়ে উঠুক, দায়িত্বের আব্বান হয়ে উঠুক। (লেখক: শিক্ষাবীদ ও প্রকাশক আমাদের সূর্যোদয়)

আবদুল্লাহ আল-মামুন

পালন। ইসলামে দায়িত্বে অবহেলার কোনো স্থান নেই। ফাঁকিবারির পরিণতি : ফাঁকি দিয়ে আয় করা অর্থ ইসলামে হারাম। এই হারাম উপার্জনে উপার্জিত খান্য বা পোশাক দিয়ে ইবাদত কবুল হয় না। মহানবী (সা.) বলেন, “যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো সামান্য জিনিসেও খেয়ানত করে, কিয়ামতের দিন তা তার বোঝা হয়ে থাকবে।” এটি কেবল সতর্কতা নয়, এক গভীর ব্যবস্তাও। সবশেষে বলতে হয় চাকেরি হোক বা ব্যবসা, নেতৃত্ব হোক বা সাধারণ দায়িত্বভূতটিতি ক্ষেত্রেই একজন মুমিনকে দায়িত্বশীলতার আদর্শ স্থাপন করতে হবে। দায়িত্বে অবহেলা মানে কেবল পালনের ক্ষতি নয়, আখিরাতের জবাবদিহিতাও। আমরা যেন দায়িত্ব পালনে সততা, নিষ্ঠা ও আমানতদারিত্বার সঙ্গে অটুট থাকি। কারণ, এসব গুণাবলি একদিকে যেমন ব্যক্তিজীবনে সফলতা আনে, তেমনি সমাজে আস্থা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথও প্রশস্ত করে।

এদিকে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা চার দফা দাবি জানিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন। শিক্ষার্থীদের পক্ষে চার দফা দাবি হলে ধরেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সারাজিস আলম। দাবি মেনে নিলে সংলাপের রাস্তা তৈরি হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। শিক্ষার্থীদের চার দফা দাবিগুলো হলো-ইন্টারনেট চালু করতে হবে, কারফিউ প্রত্যাহার করতে হবে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সরিয়ে নিয়ে আবাসিক হল খুলে দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে যাওয়ার সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং সারাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়কদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এক সংবাদ সম্মেলনে জানান্য, ১৮ জুলাই থেকে আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, আবু বাকের মজুমদার ও রিফাত রশিদ দিখৌজ রয়েছেন। সরকারী চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে ১ জুলাই থেকে আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের পরও সরকার দাবি মেনে না নেওয়া আন্দোলন তীব্র হতে থাকে। ১৬ জুলাই নারিকেল আন্দোলনে ও জন নিহত হওয়ার পর কোটা সংস্কার আন্দোলন সহিংস রূপ লাভ করে। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, হামলা, গুলি, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি বিজিবি মোতায়েন করা হয়। একপর্যায়ে গত ১৯ জুলাই (শুক্রবার) রাত ১২টা থেকে সারাদেশে কারফিউ জারি করা হয়। একইদিনে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হয়। টানা পাঁচ দিন রেল চলাচল বন্ধ থাকার পর ২৩ জুলাই (সেতাবাহী ট্রেন চালু হয়। এদিন তৎকালীন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের কাউকে মামলায় জড়ানো হচ্ছে তাদের তথ্য যদি কোটা আন্দোলনকারীরা দেন, তাহলে তা অবশ্যই যাচাই-বাছাই করে দেখবে সরকার।’ এদিন সংবাদ সম্মেলনে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবাসিক হল খুলে দেওয়া যাবে না।’ র‍্যাপিড আকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) তৎকালীন মহাপরিচালক মো. হারুন এর রশিদ বলেন, ‘ছাত্র আন্দোলনের নামে যারা নাশকতা চালিয়ে নেরাজকর পরিহিতির সৃষ্টি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অপরাধীদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর